ভোরের কাগজ

180

তারিখ SEP. 12 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

এইচএসসি পরীক্ষা প্রসঙ্গে

গত ২৬ আগস্ট দেশের সবকয়টি বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়ে গেলো। উল্লেখ্য যে, এবার কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। পূর্বের বছর যারা একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছিল এবার শুধু ঐ একটি বিষয়ের ওপর পরীক্ষা নিয়ে, পূর্বের প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে সংযোগ করে পাশের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য উন্নত বিশ্বের দেশে পূর্বে থেকেই এই পদ্ধতি প্রচলিত। দেরিতে হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ড কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্তটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কারণ পরীক্ষার প্রথম দিনেই ইংরেজি বিষয় থাকায় ভীতি বা অসাবধানতাবশত কিছু সংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থী গ্রামার ভুল করে বসে, ফলে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। এতে মনমানুষিকতা ভেঙে পড়া, সিলেবাস পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে, পরবর্তী বছর সকল বিষয়ে প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে অনেক মেধা বিলীন হয়ে যায়।

তাই ছাত্রদের জন্য বোর্ডের বর্তমান পদ্ধতিটা নিঃসন্দেহে কল্যাণকর। তবে বেদনাদায়কও বটে! নিয়মিত ছাত্রদের তো প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী মেধা তালিকা থেকে শুরু করে স্টার, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ নির্ধারিত। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে তা নেই, বরাদ্দ আছে শুধু 'বিশেষ' নামক একটি শব্দ। অথচ নিয়মিতদের চেয়ে অনিয়মিতদের অনেকেরই মেধা কোনো অংশেই কম নয় এবং প্রাপ্ত নম্বরও কম নয়। তথাপি 'বিভাগ' থেকে বঞ্চিত।

সম্ভবত মেধা যাচাইয়ের নিমিত্তেই সর্বপ্রথম পরীক্ষা পদ্ধতির প্রচলন এবং কার কোন বিষয়ে কতোটা দক্ষতা ও মেধার স্তর নির্ধারণের জন্যই নম্বর পদ্ধতি ও মোট নম্বরের ভিত্তিতে 'বিভাগ' এর প্রচলন ঘটে। সঙ্গতই প্রশ্ন ওঠে, এই মেধা যাচাই ও স্তর নির্ণয়ের জন্যই যখন মোট নম্বরের ভিত্তিক পরীক্ষা, তবে বিষয়টিকে দুইভাবে দেখার অর্থ কি? সুযোগই যখন দেওয়া হলো, তখন শুধু বিভাগ (পয়েন্ট) থেকে বঞ্চিত রেখে মেধাকে ভিন্নভাবে উপস্থাপনের যৌক্তিকতা কি?

এরপর কথা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে কিংবা চাকরির ক্ষেত্রে 'বিশেষ' এর বিশেষত্ব বজায় থাকবে তো? সেখানেতো যোগ্যতা যাচাইয়ের প্রাথমিক মাপকাঠিই বিভাগ (পয়েন্ট)। প্রাথমিক নির্বাচনেই বাদ পড়ে গেলে, এই মেধার মূল্য কি? তাই সব শিক্ষার্থীকেই এক দৃষ্টিতে দেখা উচিত।

এবার যারা বিশেষভাবে পাস করেছে তাদের অধিকার (বিভাগ) প্রদান করলে, শিক্ষার মান আরো একধাপ এগোবে। যদি তা সম্ভব নাই হয় তবে, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি বা চাকরির ক্ষেত্রে 'বিশেষ' কথাটির মূল্যায়ন করা হলে, অন্তত প্রকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীরা খুব উপকৃত হবে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (ইমরুল)
শ্রীকাইল কলেজ, মুরাদনগর
কুমিল্লা- ৩৫৪৪।